শব্দার্থ ও টীকা

23

টেরা ইনকগনিটা

সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

23.1 প্রস্তাবনা

মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। সে সব কিছু দেখতে চায়, বুঝতে চায় ও জানতে চায়। আমাদের এই পৃথিবী নানা অজানা রহস্যে ভরা। বারে বারে মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জলে- স্থলে, পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে ও মরু-মেরু অঞ্চলে অভিযান করেছে। পথের কষ্ট ও বিপদ কিংবা মৃত্যুভয় তাকে দমিয়ে দিতে পারেনি। এই গ্রহের অজানা জীব-বৈচিত্র্য, প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের আকর্ষণ মানুষকে যুগে যুগে ঘরছাড়া করেছে।

'টেরা ইনকগনিটা' শীর্ষক রচনাটিতে রয়েছে কুমেরু অভিযানের নানা অমূল্য অভিজ্ঞতার কথা। 'টেরা ইনকগনিটা' হল একটি লাটিন শব্দ যার অর্থ অজ্ঞাত বা অনাবিষ্কৃত ভূখন্ড যা মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত বা নথিভুক্ত হয়নি। বর্তমানে বহু গবেষক যে-কোনো অনাবিষ্কৃত গবেষণা ক্ষেত্র বা বিষয় প্রসঙ্গে এই কথাটিকে ব্যবহার করে থাকেন।

দেশ-বিদেশের বহু বিজ্ঞানী এই কুমেরু অঞ্চলের রহস্যে আকৃষ্ট হয়ে ওখানে গবেষণার জন্য যান। লেখিকা সুদীপ্তা সেনগুপ্তও ছিলেন একজন কুমেরু অভিযাত্রী। তিনি এই অভিযানের বর্ণনায় চমকপ্রদ নানা অভিজ্ঞতার কথা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিবরণ দিয়েছেন। লেখিকার দেওয়া জাহাজের সামুদ্রিক বরফ ভেঙে চলা, রাত বারোটার আকাশে ঝকঝকে সূর্য এবং কুমেরুর আকাশে সূর্যের নানা অজানা গতিবিধি ইত্যাদি আপনাদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে।

23.2 উদ্দেশ্য

এই রচনাটি পড়ে আপনি :

- দুঃসাহসিক অভিযানে আগ্রহী হবেন।
- অভিযান করতে গিয়ে মানুষ যে ত্যাগ স্বীকার করেন তাতে উদ্বুদ্ধ হবেন।
- মানসিক উদারতা অর্জন করবেন।
- কুমেরু সম্বন্ধে আরও কৌতূহলী হবেন।
- দূষণ মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে আগ্রহী হবেন।

23.3 মূল পাঠ

23.3.1 (1)

আন্টার্কটিকা! আন্টার্কটিকা! স্কট-আমুন্ডসেন-শ্যাকলটনের আন্টর্কটিকা। বরফঢাকা পেঙ্গুইনদের দেশ আন্টার্কটিকা। বরফের ওপর হেঁটে বারবার অনুভব করতে লাগলাম সত্যিই আমরা পৌঁছে গেছি আন্টার্কটিকাতে। আজ সাতাশে ডিসেম্বর ১৯৮৩। সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠে দেখি কেবিনের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দুধসাদা বরফের রাজ্য। আমাদের জাহাজ স্থির ; সমুদ্রের বরফের ওপরেই নোঙর করা। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নীচে নামতে নামতেই অশোক আর লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা। ওরাও চলেছে আন্টার্কটিকা মহাদেশে পা রাখার জন্য। স্থানীয় সময় ভোর আড়াইটেতে ফিনপোলারিস নোঙর করেছে সামুদ্রিক বরফে। কাল রাত প্রায় একটা পর্যন্ত আমরা জেগে বসেছিলাম। তারপর রাত্রে শুয়ে শুয়েও শুনেছি জাহাজের বরফ ভেঙে চলার প্রবল প্রচেষ্টা। ঘটাং ঘটাং করে জাহাজের বরফের ধাক্কা বেশ টের পাওয়া যাচ্ছিল, অনেকটা খুব বড়ো বড়ো পাথর-ঢাকা রাস্তায় জিপে করে যেতে অবস্থা হয় সেরকম আর কি! এখানেই সামুদ্রিক বরফ তিন মিটার পুরু। ফিনপোলারিস তাই আর এগোতে না পেরে এখানে নোঙর করেছে। মূল বরফ-ভূমি বা হিমসোপান আরও তিন কিলোমিটার দূরে।

শব্দার্থ ও টীকা

আন্টার্কটিকা = কুমেরু অঞ্চল। স্কট, আমুন্ডসেন, শ্যাকলটন— এরা ছিলেন কুমেরু অভিযাত্রী।
ফিনপোলারিস = এই অভিযানের জাহাজের নাম।

হিমসোপান = বরফের স্তর।

23.3.2 (2)

নীচে তখন অনেকেই নেমে গেছে। চারিপাশে ঝকঝকে করছে সূর্যের আলোয়। তাপমাত্রা শূন্যের সামান্য ওপরে, হাওয়া নেই বললেই চলে। যেদিকে দু চোখ যায় কেবল সাদা বরফের বিস্তার। সামুদ্রিক বরফের লেভেল থেকে হিমসোপানের উচ্চতা প্রায় পাঁচ-ছ মিটার। জায়গায় জায়গায় হিমসোপানের কিছু অংশ সমুদ্রের বরফের ওপর ভেঙে পড়েছে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে কৌতূহলী অ্যাভেলি পেঙ্গুইনের দল। কেউ বা গুটি গুটি হেঁটে আসছে টলমল পায়ে কালোকোট পরা ছোটো মোটাসোটা বাবুদের মতো। কেউ কেউ দল বেঁধে বসে নিরীক্ষণ করছে নবাগতদের। যখন হাঁটছে বেশির ভাগই লাইন করে। দেখে মনে হচ্ছিল এরা সবাই রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ নাটকের ছক্কা পঞ্জা তিরি দুরি। আমাদের খুব কাছেই চলে আসছে কিন্তু আমরা ধরতে গেলেই পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে বরফের উপর দিয়ে বুকে গ্লাইড করে। আমরা প্রত্যেকেই অভিভূত।

নিরীক্ষণ = মন দিয়ে দেখা।
নবাগত = নতুন এসেছে।
গ্লাইড = বরফের উপর চড়ার খেলা।
অভিভূত = মুগ্ধ।

অবশেষে আন্টার্কটিকা এসে পৌঁছোলাম। আর আমাদের সৌভাগ্য যে প্রথম দিনটাই এমন সুন্দর। ঊষা আর আলো-ঝলমলে। আমাদের কেউ বরফের ওপর গ্লাইড করবার চেষ্টা করছে, কেউ শুয়েই পড়েছে বরফের উপর, কেউ বরফের বল বানিয়ে একে অন্যকে ছুঁড়ছে। অনেকেই মনের আনন্দে গান ধরেছে নিজের নিজের ভাষায়। আমরা কজন ঠিক করলাম যে মূল বরফ ভূমিটি ছুঁয়ে আসব। কারণ এখনও তো আমরা সমুদ্রেই আছি, অন্তত হিমসোপান অবধি গেলে সত্যিই সত্যিই আন্টার্কটিকায় পৌঁছোনো হবে।

যেতে যেতে লক্ষ করেছিলাম বরফের ওপর দিয়ে সূক্ষ্ম দাগ চলে গেছে সরলরেখায় বহু দূরে। এগুলি ধীরে ধীরে ফাটল হয়ে যাবে, ক্রমে ক্রমে জমা সমুদ্র এই দাগ ধরেই ভেঙে যাবে। সামুদ্রিক বরফে লবণ বেশি থাকে বলে বেশি ভঙ্গুর হয় আর ভাঙবার সময় একেবারে সরলরেখায় ভাঙে ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজাকৃতি টুকরোয়।

আন্টার্কটিকার আবহাওয়া এত বিশুদ্ধ আর বাতাস এত পরিষ্কার যে ওখানে সঠিক দূরত্ব আন্দাজ করা আমাদের মতো শহরবাসীদের পক্ষে অসম্ভব। তিন কিলোমিটার দূরের জিনিস মনে হচ্ছে যেন দুপা বাড়ালেই পৌঁছে যাব। পরেও দেখেছি দিনে বহু দূরের জিনিস এত স্পষ্ট দেখা যেত যে দূরত্ব সবসময়ই কম মনে হত। আমরা বেশ অনেক দূর হাঁটার পরও দেখছি যেন বরফের পাড় একই দূরত্বে রয়ে গেছে। আন্টার্কটিকার নিয়ম অনুযায়ী কখনও কোথাও একা যাওয়া বারণ, অদরকারে কোথাও যাওয়া যত সম্ভব কম করা এবং সবসময়

গন্তব্যস্থল জানিয়ে যাওয়া।

বিকালের ডিউটি শেষ হল রাত বারোটায়। তখনও আকাশে সূর্য ঝকঝক করছে। তবে দিনের বারোটার সূর্যের চেয়ে সামান্য একটু কম তার তেজ মনে হল। আন্টার্কটিকাতে সূর্য আমাদের এখানকার মতো পূর্ব থেকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায় না বা আকাশে মাথার ওপরও দেখা যায় না। গ্রীষ্মকালে সর্বদাই দিগন্তের ওপর দিয়ে চক্রাকারে ঘোরে এবং কখনোই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির ওপর ওঠে না। মেরুপ্রদেশের সূর্যরশ্মি সেজন্য সর্বদাই তেরছা হয়ে পড়ে। একেবারে দক্ষিণ মেরু বা উত্তর মেরুতে ছয়মাস দিন, ছয়মাস রাত্রি। দক্ষিণ গঙ্গোত্রীর অবস্থান হল ৭০° ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ১২° ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। এখানে একুশে ডিসেম্বর সূর্য একেবারে এক উচ্চতায় দিগন্তে চক্রাকারে ঘোরে, দিনে বা রাতে সূর্যের আলোর বিন্দুমাত্র হেরফের হয় না। তারপর থেকেই রাত বারোটায় ঠিক দক্ষিণ দিক বরাবর সূর্য একটু করে নামে। তারপর দিগন্ত ধরে পরিক্রমা করতে করতে দুপুর বারোটাতে ঠিক উত্তরে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছায়। অর্থাৎ সূর্য কিন্তু সবসময় আকাশে, তবে চক্রাকারে ঘোরবার সময় দুপুর বারোটা অবধি ধীরে ধীরে উঠতে থাকে এবং সে সময় উত্তর দিকে পৌঁছোনোর পর আবার ধীরে ধীরে নামতে থাকে ; রাত বারোটায় দক্ষিণ দিকে সর্বনিম্ন স্থানে নামার পর আবার ধীরে ধীরে উঠতে থাকে।

চব্বিশে জানুয়ারি সূর্য সর্বদাই আকাশে থাকবে এবং পঁচিশে জানুয়ারি এখানে প্রথম সূর্য অস্ত যাবে। যদিও সেদিন পুরোপুরি অস্ত যায় না। সূর্যদেব সেদিন ঠিক দক্ষিণ বরাবর একটুখানি ঢুকেই আবার উদয় হবেন। পঁচিশে জানুয়ারির পর থেকে আস্তে আস্তে একটু করে বেশি সময়ের জন্য অস্ত যাবে—মানে রাত্রির পরিধি রোজই একটু করে বাড়তে থাকবে। অবশ্য তখন রাত্রি না বলে গোধূলি বলাই ভালো। ধীরে ধীরে রাত্রির সময় বাড়তে বাড়তে বিশে মার্চ এই জায়গায় সমান দিন আর রাত হবে। তারপর থেকে দিনের চেয়ে রাতই বেশি বড়ো হবে এবং সূর্য ক্রমশ কম সময়ের জন্য আকাশে থাকবে। চব্বিশে মে সূর্যদেব উত্তর সীমান্তে একটু উঁকি দিয়েই অস্ত যাবেন বেশ কয়েক মাসের জন্য। পঁচিশে মে থেকে আঠারোই জুলাই পর্যন্ত চলবে একটানা দীর্ঘ রাত্রি। তখন আন্টার্কটিকায় ঘোর শীতকাল। শীতের শেষে উনিশে জুলাই সূর্য প্রথম উদয় হবে উত্তর আকাশে। দিগন্ত থেকে একটুখানির জন্য উঁকি দেওয়া তারপর থেকে দিনের পরিধি রোজই বাড়তে থাকবে একটু একটু করে। তেইশে সেপ্টেম্বর এখানে দিন আর রাত সমান হবে আর তারপর থেকেই রাতের চেয়ে দিনের সময় বেশি হতে থাকবে। এইভাবে দিন বাড়তে বাড়তে আঠারোই নভেম্বর সূর্য দক্ষিণাকাশে গিয়ে আর অস্ত যাবে না ; চব্বিশে জানুয়ারি পর্যন্ত চক্রাকারে আকাশে ঘুরতে থাকবে সদাসর্বদা।

অনেকেরই আন্টার্কটিকাতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় সর্বদা দিনের আলো থাকে বলে। আমার বিশেষ কিছু অসুবিধে হয়নি। ছুটির দিনে কলকাতাতে তো দিনে দুপুরে দিব্যি ঘুমাই, তখন তো কোনো অসুবিধা হয় না। আর যতক্ষণ বাইরে থাকি ততক্ষণ দিনের আলো, কেবিনে ঢুকে ব্লাইন্ড টেনে দিলে বা স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে পুরোপুরি ঢুকে গেলে তো আলোর সমস্যা থাকে না। তখন ঘুমের বাধা কোথায়? তবুও কয়েকজনের “Big eye” বা অনিদ্রা রোগ হয়েছিল প্রথম কয়েকদিন। তবে কিছুদিন পরেই আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

23.3.3 (3)

উনত্রিশ তারিখ সকাল থেকেই আমি ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলবার কাজে লেগে গেলাম। আমাদের দলের ডিউটি শুধু বেলা বারোটা থেকে, তাই সকালে বেশ খানিকটা সময় পাওয়া যায়। গত দুদিন ধরে রোজই ঘুমোতে ঘুমোতে তিনটে হয়ে যাচ্ছে। রাত বারোটায় ডিউটি শেষ হবার পর আমরা কজন বরফে গিয়ে অনেকক্ষণ কাটাই স্কি করার চেষ্টায়। বেশ কয়েকবার আছাড় খেয়েও কারও উৎসাহ কমে না। তাছাড়া সেই সময়টা আমরা দু-চারজন ছাড়া আর সবাই ঘুমোতে চলে যায় বলে নির্জনতাটা আরও উপভোগ করা যায়। আকাশে সূর্য

শব্দার্থ ও টীকা

গন্তব্য স্থল = যাবার জায়গা।

দিগন্ত = আকাশ ও পৃথিবী যেখানে মিলেছে।

গোধূলি = সূর্যাস্ত কাল।

পরিক্রমা = চারিদিকে ঘোরা।

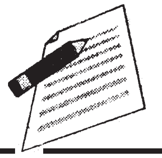

সবসময় থাকলে এমনিতেই ভালো লাগে, তার ওপর সূর্যের অবস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে যেন বরফ, সমুদ্র সব কিছুরই রং পালটে যেত। যে সমুদ্রকে দুপুর বেলা মনে হয় ঘোর নীল ; রাতে তাই যেন দেখায় হালকা প্যাস্টেল রঙে আঁকা নীল। সঙ্গে সঙ্গে বরফের রংও যেন পালটায়, সাদার যে কত রকম শেড হয় তা বোঝা যায়।

শব্দার্থ ও টীকা

শেড = রঙের মাত্রা।

23.3.4 (4)

হেলিকপ্টার উড়ল আকাশে তারপর আবার নীচে নেমে এল আমাদের দিকে নেটের ওপর, ম্যাথুজ আর মন্ডল হুকের সঙ্গে মাল বেঁধে দিল। নেটে ছিল একটি তাঁবু, বেশ কয়েকটি গ্যালভানাইজড আয়রণ শিট—যা বাড়ির ভেতর বরফের মেঝের উপর পেতে দেওয়া হবে। এছাড়া ছিল দুটো বড়ো প্যাকিং বাক্স যাতে নানারকম যন্ত্রপাতি—যাকে বলে মেশিন টুলস তাই রয়েছে। আমি ছবি তুলবার জন্য আরও পিছিয়ে গেলাম। দূরে দেখছি চেতক ফিরে আসছে বেস ক্যাম্প থেকে মাল নামিয়ে, প্রতাপ উড়ে গেলেই ও এসে নামবে। আমি দুটি হেলিকপ্টারকে নিয়ে এক সঙ্গে ছবি তোলা যায় কিনা তার চেষ্টা করতে লাগলাম। প্রতাপ আবার ওপরে উঠল এবারে নেটসুদ্ধ। দেখলাম মাল শুদ্ধ নেটটি ছোটো ডেক থেকে বড়ো ডেকের ওপর দিয়ে হেঁচড়ে টেনে চলল। ওপরে তাকিয়ে দেখি হেলিকপ্টার একদিকে কাত হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড কড় কড় শব্দ—হেলিকপ্টারের ওপরের পাখার সঙ্গে ওপাশের ক্রেনের দড়ির ঘর্ষণের শব্দ। ধাতুর দড়িটা ছিঁড়ে গেল আর প্রতাপ টাল খেয়ে জাহাজের ধার ঘেঁসে জলে গিয়ে পড়ে উলটে গেল ; পড়বার সময় তার পাখার ধাক্কায় ডেকের রেলিংও বেশ কিছুটা কেটে গেল। এতসব লিখতে যা সময় লাগল ঘটনাটা ঘটতে বোধ হয় তার দশ ভাগের এক ভাগও লাগেনি। চোখের নিমেষে সবকিছু ঘটে গেল। আমরা ছুটে গিয়ে দেখলাম প্রতাপ উলটে আছে জলের ওপর আর পেটের দিকের একটি ছোটো জানলা ভেঙে বেরোবার চেষ্টা করছে কেউ কেউ।

ম্যাথুন, মণ্ডল = এঁরা এই অভিযানের অভিযাত্রী।
প্রতাপ, চেতক = হেলিকপ্টারের নাম।
নিমেষে = পলকে।
রেসকিউ বোট = উদ্ধারকারী নৌকা।
ঘোর নীল = গাঢ় নীল।

প্রথমে বেরিয়ে এল রায়, তারপর একে একে অন্যরা বেরোতে লাগল। ডক্টর ব্যানার্জি এবং আরও কজন রায়কে স্ট্রেচারে করে নিয়ে গেলেন হসপিটাল রুমে। অন্য ডাক্তার মেজর বিক্রম সিং, সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার আমসি ও একজন নাবিক নৌকোয় করে গেলেন উদ্ধারের জন্য। চেতক গিয়ে দ্বিতীয় জনকে তুলে আনল। মাধোককে নিয়ে উড়ে আসবার সময় মাধোক প্রায় চল্লিশ ফিট উচ্চতা থেকে আবার পড়ে গেলেন জলে। ঠান্ডায় অসাড় হাতে হয়তো বেল্টটি ঠিকভাবে লাগাতে পারেননি। আমরা ডেক থেকে রুদ্ধ নিশ্বাসে দেখছি মাধোক জলে পড়ে সাঁতার কাটার চেষ্টায় দু-একবার হাত পা নাড়লেন তার পরই সম্পূর্ণ দেহটি উলটে গেল ; জলের তাপমাত্রা তখন শূন্যের নীচে ১.৮$^{\circ}$ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই ঠান্ডায় মানুষ পনেরো-কুড়ি মিনিটের বেশি বাঁচে না। ওদিকে প্রতাপ তখন সম্পূর্ণ ডুবে গেছে, অন্যরাও জলে। আমরা নিরুপায়ভাবে দেখছি আমাদের থেকে কতটুকুই বা দূরে অথচ কিছুই করতে পারছি না। রেসকিউ বোট যেতে মনে হচ্ছে যেন কত দেরি করছে। শেষ পর্যন্ত নৌকো গিয়ে পৌঁছোলো দুর্ঘটনা- স্থলে। একে একে ট্যান্ডন, যাদব গুপ্ত এবং মাধোককে জল থেকে তোলা হল। মাধোকের আর তখন জ্ঞান নেই এবং নাড়িও প্রায় নেই বললেই চলে। ডাক্তার বিক্রম সিং মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে ওর শ্বাস ফেরানোর চেষ্টা করতে লাগলেন।

23.3.5 (5)

ওরা ঘুরে বরফের পাড়ে এসে পৌঁছাল। আমরা কজন যত পারি কম্বল নিয়ে নীচে দৌড়োলাম। ট্যান্ডন আর গুপ্তা যদিও শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছেন তবে নিজে নিজে হেঁটে যেতে পারলেন, যাদবের হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা নেই আর মাধোকের তো জ্ঞানই নেই। এদের দুজনকেই স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হল। জাহাজের সিঁড়িটি এত সংকীর্ণ যে মাধোককে তুলতেই বেশ সময় লেগে গেল তার ওপর ওকে অক্সিজেন দিতে দিতে

শব্দার্থ ও টীকা

নেওয়া হচ্ছিল। এরপর যাদবকে তুলতে হিমসিম খেয়ে গেলুম আমরা। যাদবের স্ট্রেচার বহন করেছিলাম আমি, অজিতকুমার, মন্ডল আর ম্যাথুজ। যাদব বেশ ভারী চেহারার মানুষ, জাহাজে ওঠার সরু সিঁড়ি দিয়ে ওকে টেনে তুলতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল ; সিঁড়িতে দুজন পাশাপাশি দাঁড়াবার মতো জায়গা নেই। আবার শুধু দুজনে মিলে স্ট্রেচার কিছুতেই তোলা যাচ্ছিল না। আমি আর অজিত নীচে থেকে ঠেলছিলাম স্ট্রেচার উপরের দিকে আর উপর থেকে একজন চেষ্টা করছিল টেনে তোলার। এমন সময় .... ওপর থেকে চেঁচিয়ে আমাদের সরে যেতে বলল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানকার বরফের পাড় ভেঙে পড়ছে। ভাগ্যিস ও সাবধান করে দিয়েছিল, তা না হলে আমরাও পড়তাম ঠান্ডা জলে ভাঙা বরফের সঙ্গে সঙ্গে। এমন সময় কারও একজনের মাথায় এল যে সিঁড়িটাকেই পুরো উপরে নেওয়া। এতক্ষণে যে কেন কারও মাথায় এটা আসেনি সেটাই আশ্চর্যের।

ওদের পাঁচজনকে সঙ্গে সঙ্গে হসপিটাল রুমে চিকিৎসা করা হল। রায়ের বিশেষ কিছুই হয়নি, শুধু জানলা ভেঙে বেরোবার সময় মুখে ও হাতে আঘাত লেগেছে। ট্যান্ডন, যাদব আর গুপ্তকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুমোতে দেওয়া হল। শুধু মাধোকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। হাইপোথারমিয়া ওর ভালোরকমই হয়েছে। ঘণ্টা তিনেক বাদে ডাক্তার জানাল যে প্রাণের আশঙ্কা নেই তবে গুরুতর চোট পেয়েছে মেরুদণ্ডতে, সেটাতে কী হবে বলা যাচ্ছে না।

এত বড়ো দুর্ঘটনাতে কিন্তু মনোবল কারও ভাঙেনি। মাধোকের প্রাণের আশঙ্কা কেটে যাওয়াতে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এবং ঘণ্টা তিনেক পর থেকেই আবার রুটিনমতো কাজ শুরু করে দেওয়া হল—কাজ বন্ধ করে দিলেই বরঞ্চ মনোবল কমে যেত। আমাদের ভাগ্য অবশ্য খুবই ভালো যে বেশি গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটেনি। হেলিকপ্টারটি যদি জলে না পড়ে অন্য পাশের বরফের পাড়ে ভেঙে পড়ত তবে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ জনেরই নিঃসন্দেহে জীবন শেষ হত।

মাধোক ছাড়া প্রত্যেকের অবস্থা পরের দিন থেকেই ভালো। মাধোকের অবস্থার উন্নতি হয়েছে ধীরে ধীরে। ওর মেরুদণ্ডের চোটের গুরুত্ব এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ডাক্তাররা ওকে কোনোরকম নড়াচড়া করতে দিচ্ছেন না এবং তিনজন ডাক্তার সমানে পালা করে ওর সঙ্গে আছেন। ডাক্তাররা আমাদের পরদিন থেকেই বলেছেন ওর সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলতে। সেটা ওর পক্ষে ভালোই হবে। আমি পরদিন দুপুরের খাবার এবং কিছু ম্যাগাজিন নিয়ে গেলাম হসপিটাল কেবিনে। মাধোককে দেখে খুব ভালো লাগল—সেদিন অজ্ঞান অবস্থায় ওর নীল হয়ে যাওয়া মুখ দেখে সত্যিই ভয় লেগে গিয়েছিল। এখনও বেশ ক্লান্ত চেহারা তবে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ওঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের ভঙ্গিতে কথা বলতে। আমি খাবার সাজিয়ে এবং ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে যাওয়াতে খুব খুশি। বললেন যে যদিও জীবনে অনেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন কোনোবারই বিশ্বাস করতে পারেননি যে সত্যিই মরবেন এবং প্রত্যেকবারই বেঁচে গেছেন বলতে গেলে অলৌকিক ভাবেই। এবারেই যখন হেলিকপ্টারের ব্লেড ক্রেনের দড়িতে লেগে গোত্তা খেয়ে পড়ল হিমশীতল জলে, কো-পাইলট টান্ডনকে তখন শেষ বিদায় জানিয়ে বলেছিলেন— This is the end। আবার চেতকের দড়ি থেকে পড়ে যাবার সময়তো দ্বিতীয়বার মৃত্যুর কোলেই ফিরে গিয়েছিলেন অথচ তার পরেও চোখ মেলে আলো দেখলেন, জীবনে ফিরে এলেন।

ম্যাগাজিন = মাসিক পত্রিকা

স্বভাবসিদ্ধ = স্বাভাবিক।

অলৌকিক = দৈব।

কো-পাইলট = সহকারী বিমান চালক

23.3.6 (6)

একত্রিশে ডিসেম্বর আমরা ঠিক করলাম যে বেশ ঘটা করে নতুন বছর উদযাপন করা হবে। এর প্রধান কারণ ডাক্তাররা মনে করেছেন যে মাধোকের মেরুদণ্ডের আঘাত খুব গুরুতর নয়। সামান্য অসুবিধা থাকলেও

ঘটা = আড়ম্বর, জাঁকজমক।
উদ্‌যাপন = পালন।

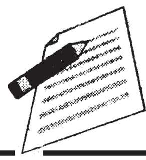

শব্দার্থ ও টীকা

ফিনিশ = ফিনল্যান্ডের অধিবাসী।

মনমরাভাব = নিরুৎসাহ।

উদ্দীপনা = প্রেরণা, উৎসাহ।

বেসক্যাম্প = যেখান থেকে অভিযান এগিয়ে যায়।

ভূমিষ্ঠ = জন্মগ্রহণ।

বিকীর্ণ = বিচ্ছুরিত, ছড়ানো।

অভেদ্য = ভেদ করা যায় না।

দৃশ্যমানতা = দেখা যাওয়া।

ব্লিজার্ড = তুষার ঝঞ্ঝা যা দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে।

তাণ্ডব = তোলপাড়।

হাঁটা-চলার বা অন্যান্য কোনরকম ক্ষতি দেখা যাবে না। সবাই এই খবরে খুশি। এই দুর্ঘটনার পর ভারতীয়দের তো বটেই, ফিনিশদের মধ্যেও একটু মনমরাভাব এসেছিল। মাধোকের আরোগ্যের খবরে সবাই উৎফুল্ল। কাজের রুটিন কোনো ব্যাহত না করেই সেদিন নতুন বছর উদযাপন করলাম আমরা। কুকরা সেদিন বেশ ভালো ভালো রান্না করল, কে বলবে রোজকার ওই একঘেয়ে রান্না এরাই করে। কাওকো বেশ কিছু ভালো স্ন্যাক্স তৈরি করল। ডক্টর গুপ্তা দু ক্রেট বিয়ার উপহার দিলেন, জাহাজের ক্যাপটেন উপহার দিলেন শ্যাম্পেন। মাধোকের হসপিটাল কেবিনে সবাই গিয়ে ওকে শুভ নববর্ষ জানাতে লাগল। সব মিলিয়ে বেশ নতুন উদ্দীপনায় নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হল। বেস ক্যাম্পে ওরাও বরফের মধ্যে ঝকঝকে আলোয় নববর্ষ উদ্‌যাপন করল—ওদের উৎসব পালনের আরও একটি কারণ আছে। মেজর নায়ারের বাড়ি থেকে খবর এসেছে তাঁর কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হবার।

তেসরা জানুয়ারি প্রথম বরফের ঝড় হল। তুষার ঝড়ের বাসভূমি আন্টার্কটিকাতে সেই আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা। সেদিন সকালে বেলা ন-টায় বেস ক্যাম্পে একপ্রস্থ মালপত্র নামিয়ে এসে নটরাজন বলল যে বেস ক্যাম্প হোয়াইট আউট হয়ে গিয়েছে প্রায়—ওর নামতে খুবই অসুবিধে হয়েছিল। হোয়াইট আউট হচ্ছে ব্ল্যাক আউটের ঠিক উলটোটা। মেঘলা দিনে সূর্যের রশ্মি এমনভাবে বিকীর্ণ হতে থাকে যার ফলে কোনো ছায়া পড়ে না, আবার দিগন্ত ও বরফের তফাত বোঝা যায় না। ছায়া নেই বলে সাদা বরফে উচ্চতারও কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। চার দিকই উজ্জ্বল অভেদ্য সাদা। পাইলটদের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক এই অবস্থা। এখন আমাদের একটিই বড়ো প্রতাপ। হেলিকপ্টার রয়েছে এবং নটরাজন ও অমিতকুমারকে সবকটা ফ্লাইটেই চালাতে হচ্ছে, মাধোক ও ট্যান্ডনের অনুপস্থিতিতে। অভিযানের মালপত্র বহনের প্রধান বাহন হচ্ছে প্রতাপ-হেলিকপ্টার। সুতরাং বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। নটরাজন ফেরার পর হেলিকপ্টারটি বেঁধে ঢাকা দিয়ে রাখা হল।

ধীরে ধীরে বেড়ে চলল ঝোড়ো হাওয়া। সঙ্গে উড়ছে বরফের কণা যার ফলে দৃশ্যমানতা খুবই কমে আসছে। কুমেরুতে ব্লিজার্ডের সময় তুষারপাত কমই হয়। ওখানকার তাপমাত্রা এত কম যে সেই বাতাস জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে না বলে খুবই শুষ্ক—কেবল তীরবর্তী অঞ্চলেই কিছু তুষারপাত হয়। ঝড়ের সময় হাওয়ার ঝাপটায় বরফের ওপরের আস্তরণের তুষার কণা উড়তে থাকে—যাকে বলে ড্রিফট স্নো। হাওয়ার গতির সঙ্গে সঙ্গে তুষার কণা ওড়ে এবং গতির মুখে বাধা পেলে তার গায়ে গিয়ে জমা হয়।

সেদিন সারাদিনই চলল ঝড়ের তান্ডব। কাজকর্ম সবই বন্ধ। বেস ক্যাম্পে খবর নেওয়া হচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। ওরা সবাই তাঁবু-বন্দি, কাজকর্ম সবই বন্ধ। আরও আক্ষেপের বিষয় এই যে ওদের ভিত খোঁড়ার কাজ সব শেষ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এমন ঝড়ের তান্ডবে সব খোঁড়া জায়গা আবার ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। ফলে নতুন করে আবার খুঁড়তে হবে, লেভেলিং করতে হবে, মানে আরও একটি বাড়তি দিন নষ্ট।

(সংক্ষেপিত)

23.4 বিষয়ের রূপরেখা

23.4.1 আন্টার্কটিকা! .... দূরে।

বক্তব্যসার:

২৭শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ লেখিকা সুদীপ্তা সেনগুপ্ত আন্টার্কটিকা বা কুমেরু মহাদেশে পৌঁছলেন। ভোরে ঘুম ভেঙে জানলা দিয়ে সেই ধবধবে সাদা বরফের মহাদেশ দেখলেন। রাতে শুয়ে শুয়ে লেখিকা শুনেছেন তাঁদের জাহাজটির বরফ ভেঙে চলার ঘটাং ঘটাং আওয়াজ। তাঁদের জাহাজ ফিনপোলারিস বরফের ওপরই নোঙর করেছে। সেখান থেকে হিমসোপান বা মূল বরফভূমি আরও তিন কিলোমিটার দূরে।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই কুমেরু বা আন্টার্কটিকা আবিষ্কারের দুঃসাহসিক অভিযান চলছে। সাফল্যের জন্য বহু অভিযাত্রী মরণপণ লড়াই করেছেন এবং অনেকেই এই কুমেরু মহাদেশে বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন। এই মহাদেশে প্রথম পা রাখেন ও নরওয়ের পতাকা উত্তোলন করেন ওই দেশের প্রখ্যাত অভিযাত্রী রোনাল্ড আমুন্ডসেন। রবার্ট ফালকন স্কট এই মহাদেশে সফল অভিযান করলেও দ্বিতীয়বারে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা প্রচন্ড শীত, ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে ওইখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। শ্যাকলটনও এই মহাদেশে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৮২ সাল থেকে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কুমেরু অভিযানে সফল হয়ে বারে বারে নানা গবেষণাকর্মে ওই মহাদেশে যাচ্ছেন।

তাঁদেরই পথ ধরে বাঙালি মহিলা অভিযাত্রী সুদীপ্তা সেনগুপ্ত কুমেরু অভিযানে গিয়েছিলেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা সজীব ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবন্ধ করেছেন। পাঠ্যাংশটি তাঁর অভিজ্ঞতারই বাণীরূপ।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রাঞ্জল = সহজবোধ্য।
বাণীরূপ = বর্ণনা।

মন্তব্য:

বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লেখিকা এক অপরূপ স্মৃতিচারণ করেছেন। কত মানুষ এই কুমেরু মহাদেশ অভিযানে ব্রতী ছিলেন! কত অভিযাত্রী তুষার ঝড়ে, প্রবল ঠান্ডায়, ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে এখানেই প্রয়াত হয়েছেন। এখানকার বরফের ওপর দাঁড়িয়ে লেখিকার হৃদয় স্মৃতি ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে ; দেহেমনে সেই বীরেদের উপস্থিতি অনুভব করছেন। তাই আন্টার্কটিকা শব্দটি লেখিকা একাধিকবার উচ্চারণ করেছেন। লেখিকা স্কট-আমুন্ডসেন- শ্যাকলটনের স্মৃতি বিজড়িত এই আন্টার্কটিকায় পৌঁছে শিহরণ অনুভব করছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.1

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) আন্টার্কটিকার অপর নাম—

(অ) সুমেরু (আ) কুমেরু (ই) ওয়েডেল সাগর

(খ) কোন অভিযাত্রী প্রথম আন্টার্কটিকায় পৌঁছান?

(অ) স্কট (আ) শ্যাকলটন (ই) আমুন্ডসেন

(গ) আন্টার্কটিকা কিসে ঢাকা?

(অ) বরফে (আ) কুয়াশায় (ই) সবুজে

2. ঠিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান ঃ

(ক) আন্টার্কটিকায় মানুষের বসবাস ____________।

(অ) অস্থায়ী (আ) স্থায়ী

(খ) আন্টার্কটিকার তাপমাত্রা কদাচিৎ ____________ ডিগ্রির নীচে নামে।

(অ) ১° (আ) ০° (ই) – ১°

(গ) আন্টার্কটিকায় কী ধরনের প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়?

(অ) সব ধরণের (আ) প্রবল ঠান্ডা সহ্য করতে পারে এমন

3. ‘আন্টার্কটিকা’ শব্দটি লেখিকা একাধিকবার উচ্চারণ করেছেন কেন?

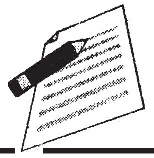

শব্দার্থ ও টীকা

23.4.2 নীচে তখন .... গন্তব্য স্থল জানিয়ে যাওয়া।

বক্তব্যসার:

হিমসোপান থেকে তিন কি.মি. দূরে জাহাজ নোঙর করল। সবাই জাহাজ থেকে নেমে পড়ল ঝকঝকে সূর্যের আলোয়। তাপমাত্রা 0^{o}-র সামান্য ওপরে ; বাতাস নেই। চারিদিকে বরফ, আর বরফ। সামুদ্রিক বরফস্তর থেকে হিমসোপান প্রায় ৫/৬ মিঃ উঁচু। মাঝে মাঝে হিমসোপানের কিছু অংশের বরফ সামুদ্রিক বরফের ওপর ভেঙে পড়েছে। ওখানে ছড়িয়ে থাকা অ্যাডেলি পেঙ্গুইনের দল নবাগতদের দিকে কৌতূহলে চেয়ে থাকছে। সাদা-কালো রঙের পেঙ্গুইনগুলো টলতে টলতে গুটি গুটি হেঁটে যাচ্ছে। লেখিকাদের কাছে এলেও এদের ধরা যায় না ; হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে যায়। বরফের ওপর বুক রেখে মসৃণভারে চলে যায়।

লেখিকা তাঁর সহযাত্রীসহ এসে পৌঁছলেন আসল আন্টার্কটিকায়। আলো-ঝলমলে সকাল। মনের আনন্দে কেউ বরফের বল বানিয়ে একে অপরের দিকে ছুঁড়ছে, কেউ বরফের ওপর শুয়ে পড়েছে। কেউ বা মনের আনন্দে গান ধরেছে।

চলার পথে বরফের ওপর দিয়ে বহুদূর বিস্তৃত সরু দাগ দেখা গেল। ধীরে ধীরে দাগগুলো ফাটল হয়ে ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ আকার নিয়ে ভেঙে পড়ে।

কুমেরুতে আবহাওয়া সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত। তাই কোনো শহরবাসীর পক্ষে এখানকার দূরত্ব অনুমান করা অসম্ভব। দূরের সব জিনিস খুব কাছে বলে অনুমিত হয়। এখানকার নিয়ম হল কোথাও একা যাওয়া চলবে না আর গেলেও গন্তব্যস্থল জানিয়ে যেতে হবে।

মন্তব্য:

সাদা কোটপরা পেঙ্গুইনদের টলমল পায়ে গুটি গুটি চলা দেখে লেখিকার রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশের কথা মনে হয়েছে। তাসের দেশের তিরি দুরিরা কল্পলোকের মানুষ। এই মাটির পৃথিবীতে তারা যেন ঠিক খাপ খায় না। কুমেরুর পেঙ্গুইনদেরও ঠিক কল্পলোকের জীব বলে মনে হয়। আমাদের চোখে তাদের উপস্থিতিটা খুবই মজাদার।

আমরা শহরবাসী। দূষণের মধ্যে থেকে থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো দূষণমুক্ত এলাকায় সঠিক কাজ করতে পারে না। তাই কুমেরুর দূষণ মুক্ত পরিবেশে আমাদের চোখ সঠিক দূরত্বের অনুমান করতে না পেরে ঠকে যায়।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.2

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) জাহাজ যেখানে নোঙর করল সেখান থেকে হিমসোপানের দূরত্ব কত?

(অ) ১ কিমি. (আ) ৩ কি.মি. (ই) ৫ কি.মি.

(খ) সামুদ্রিক বরফ-লেভেল থেকে কার উচ্চতা পাঁচ-ছ মিটার?

(অ) জাহাজের (আ) হিমসোপানের

(গ) পেঙ্গুইনগুলো কাদের নিরীক্ষণ করছিল?
(অ) সীলদের (আ) নবাগতদের

2. আন্টার্কটিকা পৌঁছানোর সুন্দর দিনটা সকলে কেমনভাবে উপভোগ করছিল তার দুটি উদাহরণ দিন।

3. শহরবাসীরা কেন কুমেরুতে ঠিক দূরত্ব অনুমান করতে পারে না তা দু-তিনটি বাক্যে লিখুন।

23.4.3 বিকেলের ডিউটি শেষ হল .... ঘুরতে থাকবে সদাসর্বদা

বক্তব্যসার:

বিকেলের ডিউটি যখন শেষ হল তখন রাত বারোটা। অথচ আকাশে তখন ঝকঝকে সূর্য। রাত বারোটার সূর্যের তেজ অবশ্য বেলা ১২টার সূর্য থেকে একটু কম। এখানে সূর্যের গতিবিধি লেখিকার দেশের মত নয়। গ্রীষ্মকালে এখানে দিগন্তের ওপর দিয়ে সূর্য চক্রাকারে ঘোরে এবং ৪৫^{o} ডিগ্রির ওপরে ওঠে না। ফলে মেরুপ্রদেশে সূর্যের রশ্মি বাঁকাভাবে পড়ে। দুই মেরুতেই বছরে ছয় মাস দিন ; ছয় মাস রাত্রি। এখানে একুশে ডিসেম্বর সূর্য এক উচ্চতায় দিগন্তে চক্রাকারে ঘোরে ; দিনে বা রাতে সূর্যের আলোর হেরফের হয় না। এখানে সূর্য সবসময় আকাশে। চক্রাকারে ঘোরার সময় দুপুর বারোটা অবধি একটু একটু করে ওঠে এবং সেসময় উত্তর দিকে পৌঁছানোর পর আবার ধীরে ধীরে নামে। রাত বারোটায় দক্ষিণদিকে সর্বনিম্ন স্থানে নামার পর আবার তার ওঠার পর্ব শুরু হয়।

২৪শে জানুয়ারি পর্যন্ত সূর্য এখানে সবসময় আকাশে এবং ২৫শে জানুয়ারি এখানে প্রথম সূর্য অস্ত যাবে। তবে একেবারে অস্ত যায় না। ২৫শে জানুয়ারির পর রাতের ব্যাপ্তি রোজই একটু একটু করে বাড়ে। অবশ্য এ সময়ের রাতকে গোধূলি বলাই ভালো। ২০শে মার্চ এখানে দিন ও রাত সমান। এরপর থেকে রাত বাড়বে এবং সূর্য কম সময়ের জন্য আকাশে থাকবে। ২৪শে মে সূর্য একবার উঁকি দিয়েই বেশ কয়েক মাস ধরে আর উঠবে না। ২৫শে মে থেকে ১৮ই জুলাই পর্যন্ত চলবে একটানা রাত। তখন আন্টার্কটিকায় ঘোর শীতকাল। শীতের শেষে ১৯শে জুলাই সূর্য প্রথম দেখা দেবে উত্তরের আকাশে। দিগন্ত থেকে একটুখানির জন্য উঁকি দেবে। তারপর থেকে বাড়তে থাকবে দিনের পরিধি। ২৩শে সেপ্টেম্বর দিন ও রাত সমান হবে। আর তারপর থেকেই রাতের চেয়ে দিনের সময় বেশি হতে থাকবে। এইভাবে দিন বাড়তে বাড়তে ১৮ই নভেম্বর সূর্য দক্ষিণাকাশে গিয়ে আর অস্ত যাবে না। ২৪শে জানুয়ারি পর্যন্ত চক্রাকারে আকাশে ঘুরতে থাকবে।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.3

1. হ্যাঁ বা না লিখে উত্তর দিন ঃ

(ক) কুমেরুতে রাত বারোটার আকাশে সূর্য থাকে কি?

(খ) ২১শে ডিসেম্বর দিনে বা রাতে সূর্যের আলোর কি হেরফের হয়?

(গ) ২৩শে সেপ্টেম্বর দিন ও রাতের পরিধি কি সমান হয়?

(ঘ) ২৫শে জানুয়ারির পর রাতের ব্যাপ্তি কি একটু একটু করে কমে?

শব্দার্থ ও টীকা

2. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) কবে থেকে রাতের পরিধি একটু একটু করে বাড়ে?

(অ) ২৫শে মে (আ) ২৫শে জানুয়ারি (ই) ১৯শে জুলাই।

(খ) প্রথম সূর্য অস্ত যায় কবে?

(অ) ২৫শে জানুয়ারি (আ) ২৪শে মে (ই) ২৪শে জানুয়ারি

(গ) কোন্ দিনের পর রাত্রিকে গোধূলি বলাই ভালো?

(অ) ২৪শে মের পর থেকে

(আ) ২৫শে জানুয়ারির পর থেকে

(ই) ২৫শে মের পর থেকে।

23.4.4 অনেকেরই আন্টার্কটিকাতে .... শেড হয় তা বোঝা যায়।

বক্তব্যসার:

কুমেরুতে সারাদিন দিনের আলো। তাতে অনভ্যস্তদের কাছে ঘুমের কিছু অসুবিধে হয়। তবে লেখিকার কলকাতাতে দুপুরে ঘুমের অভ্যাস আছে বলে অসুবিধে হয়নি। কেবিনে পর্দা টেনে দিলে কিংবা স্লিপিং ব্যাগে একেবারে ঢুকে গেলে আলোর অসুবিধা থাকে না। তবে কয়েকজনের অনিদ্রা রোগ হয়েছিল। অবশ্য দু-একদিনেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

লেখিকার দলের বেলা ১২টা থেকে ডিউটি শুরু বলে সকালে তাঁরা সময় পেতেন ক্যামেরায় ছবি তোলার। রাত বারোটায় ডিউটি শেষে লেখিকাদের দল বরফে স্কি করার চেষ্টা করতেন ; বরফে পড়েও যেতেন। অন্যেরা ঘুমোতে যেত বলে লেখিকার দলটি ওখানকার নির্জনতা উপভোগ করতেন। আকাশে সূর্যের অবস্থিতির জন্য বরফ ও সমুদ্রের রঙ্ পালটে যেত। দুপুরে সমুদ্র ঘোর নীল আর রাতে হালকা প্যাস্টেল রঙে আঁকা নীল। সাদা বরফেও নানা শেড দেখা যেত।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.4

1. সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে বেছে নিন।

(ক) কুমেরুতে ঘুমের অসুবিধা হবার কারণ হল—

(অ) খালি পেটে থাকা

(আ) অনিদ্রা রোগ হওয়ার জন্য

(ই) সারাদিন দিনের আলো থাকা।

(খ) লেখিকাদের দল কখন স্কি করতেন?

(অ) দিন ১২টার পর

(আ) রাত ১২টার পর

(ই) সকালবেলা।

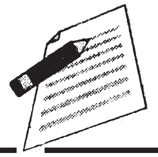

শব্দার্থ ও টীকা

(গ) বরফ ও সমুদ্রের রঙ্ পরিবর্তনের কারণ—

(অ) আকাশে সূর্যের স্থিতি

(আ) রঙিন আলো নিক্ষেপ

(ই) তুষারপাত।

2. (ক) অন্যদের কুমেরুতে ঘুমের অসুবিধা হলেও লেখিকার কেন অসুবিধা হয়নি তা দুটি বাক্যে উত্তর দিন।

(খ) লেখিকার দল সকালে কেন ক্যামেরায় ছবি তোলার সময় পেতেন তা একটি বাক্যে লিখুন।

23.4.5 হেলিকপ্টার উড়ল .... লাগলেন।

বক্তব্যসার:

দুটি হেলিকপ্টারে করে মাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লেখিকা হেলিকপ্টার দুটির ছবি তুলছিলেন। এমন সময় প্রতাপ হেলিকপ্টারটি কড় কড় করে জলের উপর উলটে পড়ল। পেটের দিকে ছোটো জানলা ভেঙে সহযাত্রী ডঃ ব্যানার্জিসহ কয়েকজন বেরিয়ে এসে আহত রায়কে স্ট্রেচারে করে হসপিটাল রুমে নিয়ে গেলেন। নৌকা করে উদ্ধারের জন্য আরও কয়েকজন এলেন। মাধোককে নিয়ে উড়ে আসার সময় ৪০ ফিট উঁচু থেকে তিনি জলে পড়ে গেলেন। সম্ভবত ঠান্ডায় বেল্টটি ঠিকমত লাগানো হয়নি। জলের তাপমাত্রা তখন শূন্যের নীচে ১.৮^{o} ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রতাপ জলে ডুবেছে ; অন্যেরাও জলে। শেষ পর্যন্ত রেসকিউ বোট পৌঁছল। আহত মাধোক, ট্যান্ডন ও যাদব গুপ্তকে জল থেকে তোলা হল। মাধোক অজ্ঞান ; নাড়িও তার প্রায় নেই! ডঃ বিক্রম সিং মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

মন্তব্য:

দুর্গম কুমেরু অভিযানে প্রতি পদে বিপদ থাকে ও দুর্ঘটনা ঘটে, লেখিকা এরকম এক দুর্ঘটনার বিবরণ দিয়ে কুমেরু অভিযানের ঝুঁকি ও বিপদ সম্পর্কে আপনাদের ওয়াকিবহাল করেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.5

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) বেসক্যাম্প থেকে মাল নামিয়ে কোন্ হেলিকপ্টার ফিরে আসছিল?

(অ) প্রতাপ (আ) চেতক

(খ) কোথা থেকে প্রতাপের যাত্রীরা নেমে এল?

(অ) দরজা থেকে (আ) ছাদের ওপর থেকে (ই) পেটের কাছের জানলা দিয়ে

2. দু-এক কথায় উত্তর দিন ঃ

(ক) কত উঁচু থেকে মাধোক পড়ে গিয়েছিলেন?

(খ) যে জলে মাধোক পড়েছিলেন তার তাপমাত্রা কত ছিল?

ওয়াকিবহাল = অবগত।

(গ) কে মাধোকের কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চালাবার চেষ্টা করেছিলেন?

3. ডঃ বিক্রম সিং কীভাবে মাধোককে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন তা একটি বাক্যে উত্তর দিন।

শব্দার্থ ও টীকা

23.4.6 ওরা ঘুরে .... জীবনে ফিরে এলেন।

বক্তব্যসার:

ট্যান্ডন ও গুপ্তা শীতে কাঁপলেও হেঁটে আসতে পারছেন কিন্তু যাদবের হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা নেই আর মাধোকের জ্ঞান নেই। যাদবকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যেতে লেখিকাসহ কয়েকজন হিমসিম খেতে লাগলেন। এমন সময় সহযাত্রীদের একজনের মাথায় এল সিঁড়িটাকেই পুরো উপরে তুলে নেওয়ার কথা।

ওদের পাঁচজনকে হসপিটালে নেওয়া হল। তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হল। কিন্তু মাধোকের অবস্থা ভালো নয়। ঠান্ডায় তার দেহের তাপমাত্রা শরীরের প্রয়োজনীয় মাত্রা থেকে অনেক নীচে নেমে গেছে। তাছাড়া তার মেরুদন্ডে আঘাত আছে। তবে ডাক্তারের মতে প্রাণ যাওয়ার ভয় নেই।

এত বড়ো ভয়ংকর দুর্ঘটনার পর কারও মনের শক্তি কমেনি। ঘণ্টা তিনেক পরে রুটিনমতো কাজকর্ম শুরু হল। সকলে মনে করেছিলেন যে হেলিকপ্টারটি যদি জলে না পড়ে বরফের ওপর পড়ত তাহলে সকলেই মারা যেতেন।

পরের দিন প্রত্যেকের অবস্থা ভালো। মাধোকের অবস্থারও উন্নতি হয়েছিল তবে তাঁর নড়াচড়া বন্ধ। ডাক্তারের নির্দেশে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলা চলল। দুপুরের খাবার ও ম্যাগাজিন নিয়ে লেখিকা হাসপাতালে মাধোককে দেখতে গেলেন। অজ্ঞান মাধোক চোখ মেলে আলো দেখলেন ; জীবনে ফিরলেন।

মন্তব্য:

কুমেরুর মত দুর্গম মহাদেশে অভিযানে প্রতি পদে পদে বিপদ। আর এই বিপদে হতবুদ্ধি হওয়া নয় ও হতাশ হওয়া নয়, বেঁচে থাকার লড়াই করাই একমাত্র পথ। এই রকম অভিযানে মানুষ সব সংকীর্ণতামুক্ত হয়ে দুর্গত ও বিপন্নদের পাশে দাঁড়ায়। এই অভিযানে আপনারা সেই উদার মানবিকতার ছবি দেখলেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.6

1. দু-একটি শব্দ দিয়ে উত্তর করুন।

(ক) আহত কারা শীতে ঠকঠক করে কাঁপলেও হেঁটে যাচ্ছিলেন?

(খ) ঘণ্টা তিনেকের পর রুটিনমতো কী শুরু করে দেওয়া হল?

2. (অ) যাদব ও মাধোককে কেন স্ট্রেচারে বহন করা হয়েছিল তা দুটি বাক্যে লিখুন।

(আ) মাধোকে দেখে লেখিকার ভয় হয়েছিল কেন তা একটি বাক্যে উত্তর দিন।

হতবুদ্ধি = কী করবে ঠিক করতে না পারা।
বিপন্ন = বিপদগ্রস্ত।

23.4.7 একত্রিশে ডিসেম্বর আমরা .... একটি বাড়তি দিন নষ্ট।

বক্তব্যসার:

৩১শে ডিসেম্বর ঘটা করে নববর্ষ উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ হল ডাক্তারের মতে মাধোকের মেরুদণ্ডের চোট তেমন মারাত্মক নয়। তাঁর হাঁটা-চলার অসুবিধা হবে না। সীমিত পরিস্থিতি অনুযায়ী আয়োজন করে নববর্ষ উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা হল। মাধোকের হাসপাতালে গিয়ে তাঁকে সকলে নববর্ষের শুভকামনা জানালেন। বেস ক্যাম্পের অভিযাত্রীরাও নববর্ষের আনন্দে অংশ নিলেন ঝকঝকে আলোয়। উৎসব-অনুষ্ঠানের মাত্রা বেড়ে গেল যখন সবাই জানলেন মেজর নায়ার সদ্যোজাত এক কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছেন।

আন্টার্কটিকা তুষার ঝড়ের বাসভূমি। ৩রা জানুয়ারি অভিযাত্রীরা সেই ভয়ংকর ঝড়ের আসল রূপ দেখলেন। খবর এল বেস ক্যাম্প পুরোটাই বরফে ঢেকে হোয়াইট আউট হয়ে গেছে। মেঘলা দিনে সূর্যের কিরণ এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে ছায়া পড়ে না। দিগন্ত ও বরফের ফারাক বোঝা যায় না। পাইলটরা একে খুবই বিপজ্জনক বলে মনে করেন। ঝড়ের ঝাপটায় বরফের ওপর চাদরের তুষার কণা উড়তে থাকে—একেই বলে ড্রিফট স্নো। ঝড়ের তাণ্ডব চলল। কাজকর্ম সব বন্ধ বেস ক্যাম্পে। সেখানে যে ভিত খোঁড়া হয়েছিল তাও তুষার কণায় ভর্তি হয়ে গেছে। ফলে দিনটি নষ্ট হয়ে গেল।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.7

1. দু-একটি শব্দ প্রয়োগে উত্তর করুন।

(ক) নববর্ষ পালনের সিদ্ধান্ত কবে নেওয়া হয়েছিল?

(খ) নববর্ষ পালনের সিদ্ধান্তের যেকোনো একটি কারণ উল্লেখ করুন।

(গ) আন্টার্কটিকাকে কীসের বাসভূমি বলা হয়?

(ঘ) হোয়াইট আউট কীসের উলটো?

2. (ক) হেলিকপ্টার নামাতে অসুবিধা হচ্ছিল কেন?

(খ) বেস ক্যাম্পে কাজকর্ম বন্ধ কেন?

23.5 আপনি যা শিখলেন

1. দূর ও অজানাকে জানতে।
2. যৌথ জীবনযাপন করতে।
3. মেরু অভিযানের নানা ঘটনা।

শব্দার্থ ও টীকা

শব্দার্থ ও টীকা

23.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. আন্টার্কটিকাতে পৌঁছে লেখিকার চোখে সেখানকার যে রূপ ধরা পড়েছিল তা নিজের কথায় ১০টি বাক্যে লিখুন।
2. আন্টার্কটিকার দূষণমুক্ত আবহাওয়ায় দূরত্ব অনুমানে যে সমস্যা হয় তা ৩/৪টি বাক্যে লিখুন।
3. হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার ও চিকিৎসার জন্য সহযাত্রীদের মধ্যে যে সহযোগিতার চিত্র আছে তা ৮/১০টি বাক্যে লিখুন।
4. ঘটা করে নববর্ষ উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত কী কী কারণে নেওয়া হল সেগুলি ৫টি বাক্যে উল্লেখ করুন।
5. কুমেরুতে লেখিকা যে তুষার ঝড় প্রত্যক্ষ করেছিলেন ৮/১০টি বাক্যে তার বর্ণনা দিন।

23.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

23.1

1. ক — আ
খ — ই
গ — অ

2. ক — আ
খ — আ
গ — আ

3. দুঃসাহসী কুমেরু অভিযাত্রীদের স্মৃতি বিজড়িত মহাদেশে পৌঁছে লেখিকার অপূর্ব অনুভূতি।

23.2

1. ক — আ
খ — আ
গ — আ

2. গান গাওয়া ও বরফের ওপর শুয়ে পড়া।

3. দূষণমুক্ত পরিবেশে দূরের বস্তুকে কাছে লাগে।

23.3

1. ক — হাঁ
খ — না
গ — হাঁ
ঘ — হাঁ

2. ক — আ
খ — অ
গ — আ

23.4

1. ক — ই
খ — আ
গ — আ

2. (ক) কলকাতায় ছুটির দিনে ঘুমোনোর অভ্যাস।

(খ) বেলা ১২টা থেকে ডিউটি শুরু বলে।

23.5

1. ক — আ
খ — ই

2. (ক) ৫০ ফুট
(খ) শূন্যের নীচে ১.৮ ডিগ্রি
(গ) ডঃ বিক্রম সিং।

23.6

1. (ক) ট্যান্ডন ও গুপ্তা
(খ) কাজকর্ম

2. (অ) যাদব হাঁটতে অক্ষম ও মাধোক অজ্ঞান
(আ) মাধোকের নীল চোখ ও অজ্ঞান হওয়ার জন্য।

23.7

1. (ক) ৩১শে ডিসেম্বর
(খ) ডাক্তাররা মনে করেছেন যে মাধোকের মেরুদন্ডের আঘাত গুরুতর নয়—এটাই নববর্ষ পালনের প্রধান কারণ।
(গ) তুষার ঝড়ের বাসভূমি।
(ঘ) মাধোকের হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না।

2. (ক) মেঘলা দিনে বিকীর্ণ সূর্যের রশ্মি। দিগন্ত ও বরফের তফাত বুঝতে অসুবিধা।
(খ) ঝড়ের তাণ্ডবের জন্য।

শব্দার্থ ও টীকা

লেখক পরিচিতি

লেখিকা সুদীপ্তা সেনগুপ্ত ১৯৪৬ সালের ৮ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। স্ট্রাকচারাল জিওলজিতে বিশেষজ্ঞ হয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

১৯৮৩ সালে বিজ্ঞানী হিসাবে গবেষণার জন্য কুমেরু অভিযানে যান। তাঁর সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 'টেরা ইন্‌কগ্‌নিটা' রচনায় অত্যন্ত সাবলীল ও সজীব ভাষায় লিপিবন্ধ করেন।

সমধর্মী রচনা

এই গল্পটির একটি সমধর্মী রচনা হল ঃ **দেবতাত্মা হিমালয়**, লেখক—**প্রবোধচন্দ্র সান্যাল**।